শিশুতোষ গল্প

আশুরা

ভুল নয়, সত্য জানো

জাহিদ হাসান

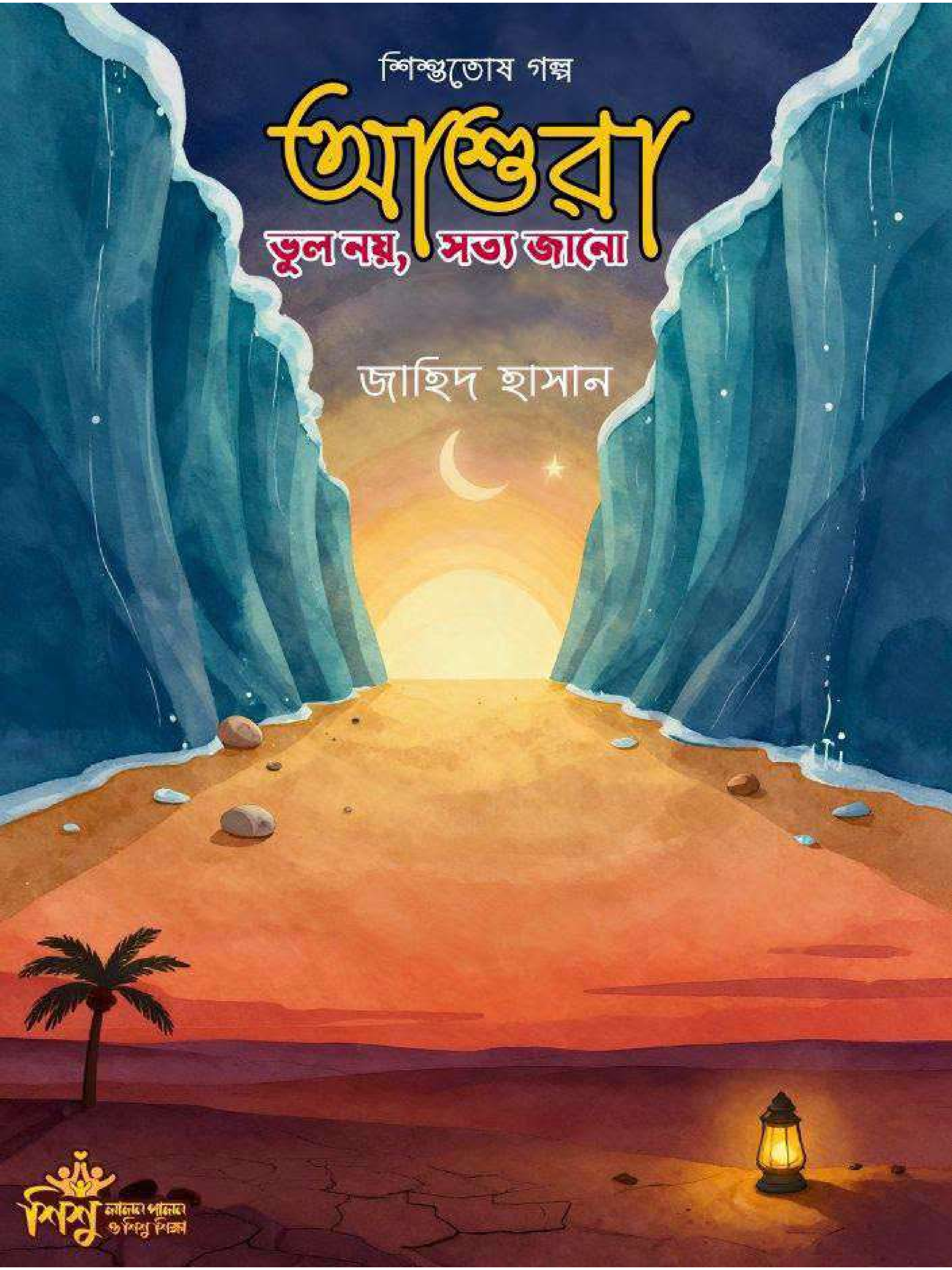

শিশু লালন পালন ও শিশু শিক্ষা

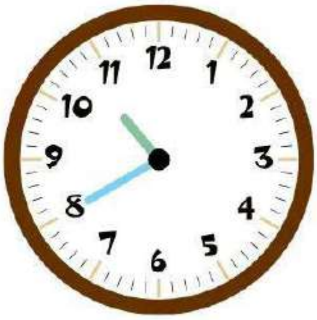

শিশু লালনপালন ও শিশু শিক্ষা

স্কুল থেকে ফিরেই ছোট্ট মিকদাদ সোজা দাদাজানের ঘরের দিকে ছুটল। তার চোখেমুখে রাজ্যের বিস্ময়, মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে একঝাঁক প্রশ্ন।

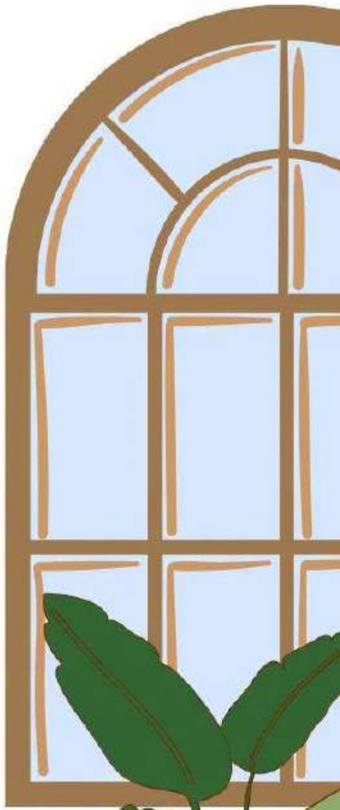

হাঁপাতে হাঁপাতে দরজায় দাঁড়াল মিকদাদ। দাদাজান! ও দাদাজান! আমার মাথায় সব গোলমাল হয়ে গেছে!

দাদাজান চশমাটা নাকের ডগায় ঠিক করে নিয়ে একটু হাসলেন। পরম স্নেহে বললেন, কী হয়েছে আমার দাদুভাইয়ের? এত হন্তদন্ত হয়ে কোত্থেকে আসা হলো?

মিকদাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধপ করে দাদাজানের পাশে বসে পড়ল। জানো দাদা, আজ স্কুলে আশুরা উপলক্ষে ছুটির ঘোষণা হতেই বন্ধুদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। একেকজন একেক রকম অদ্ভুত কথা বলছিল। রিফাত বলল, আশুরার দিনে নাকি বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করতে হয়। সিফাত বলল, ধুর! এদিনে তো ভালো-মন্দ মিষ্টি খেতে হয়। আর সাদিক তো একধাপ এগিয়ে বলল, এই ১০ই মহররম নাকি পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, আদম (আ.) থেকে শুরু করে জান্নাত-জাহান্নাম—সব নাকি এই এক দিনে তৈরি হয়েছে! দাদাজান, আমি তো পুরো গোলকধাঁধায় পড়ে গেছি। আসলে সত্যটা কী?

দাদাজান মিকদাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর চেহারায় এক টুকরো গম্ভীর অথচ প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, বসো মিকদাদ। আজ তোমাকে একটা চমৎকার গল্প শোনাব। তবে এটা কোনো আরব্য রজনীর রূপকথা নয়, বরং ইতিহাসের পাতায় খোদাই করা এক জীবন্ত সত্য ঘটনা।

মিকদাদ কৌতূহলী চোখে তাকাল, কী গল্প দাদাজান?

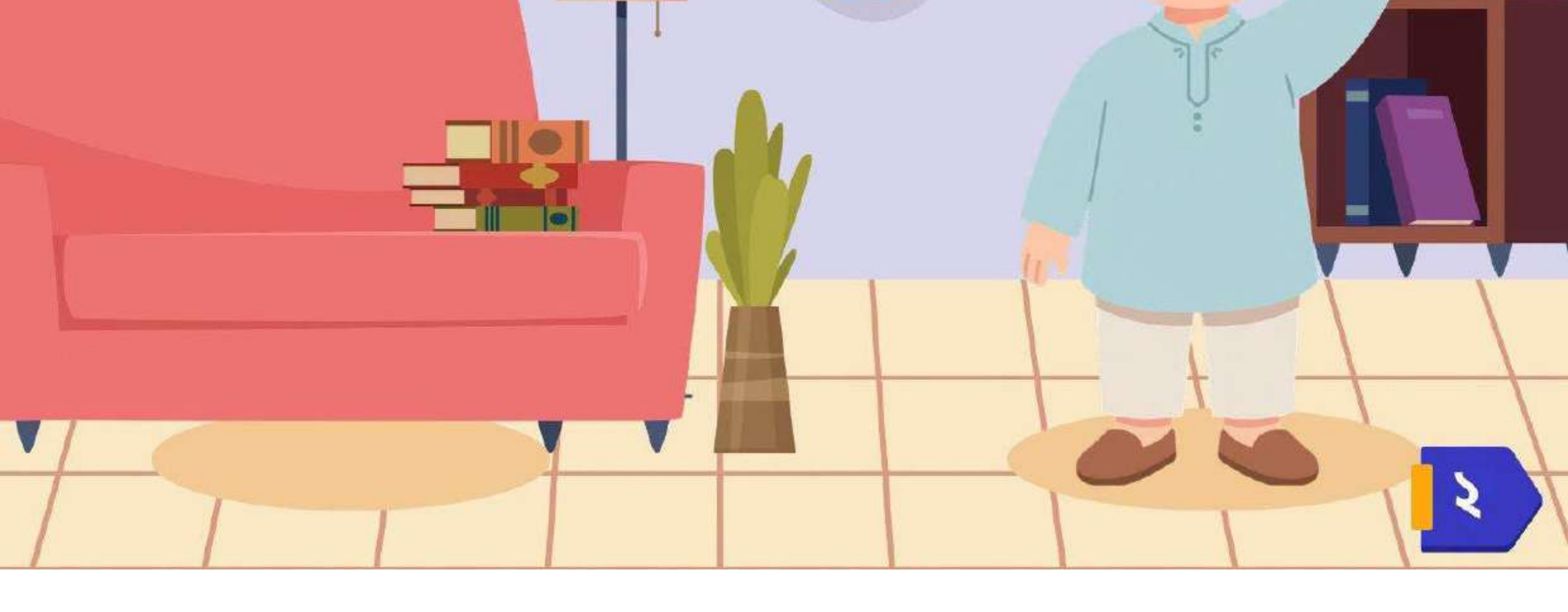

দাদাজান বলতে শুরু করলেন, সে এক যুগান্তকারী ইতিহাস। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের কথা। নীল নদের দেশ মিশরে তখন এক চরম অহংকারী ও অত্যাচারী রাজা রাজত্ব করত, যার নাম ফেরাউন। অহংকারের অন্ধমোহে সে নিজেকেই খোদা বলে দাবি করে বসল! সে আল্লাহকে তো মানতই না, বরং যারা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, বিশেষ করে মূসা (আ.) এবং তাঁর কওম বনী ইসরাঈলের ওপর চালাত অমানুষিক নির্যাতন। তাদের দাস বানিয়ে রাখত, ঘরবাড়ি কেড়ে নিত আর নবজাতক শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করত।

শিশু লালন পালন ও শিশু শিক্ষা

নিষ্পাপ শিশুদের ওপর এমন নির্মমতার কথা শুনে মিকদাদের শরীর শিউরে উঠল। সে দাদাজানের হাতটা চেপে ধরে ব্যথিত কণ্ঠে বলল, কী ভয়ানক, দাদাজান! অবুঝ শিশুদেরও তারা হত্যা করত? তারা তো কোনো অপরাধ করেনি!

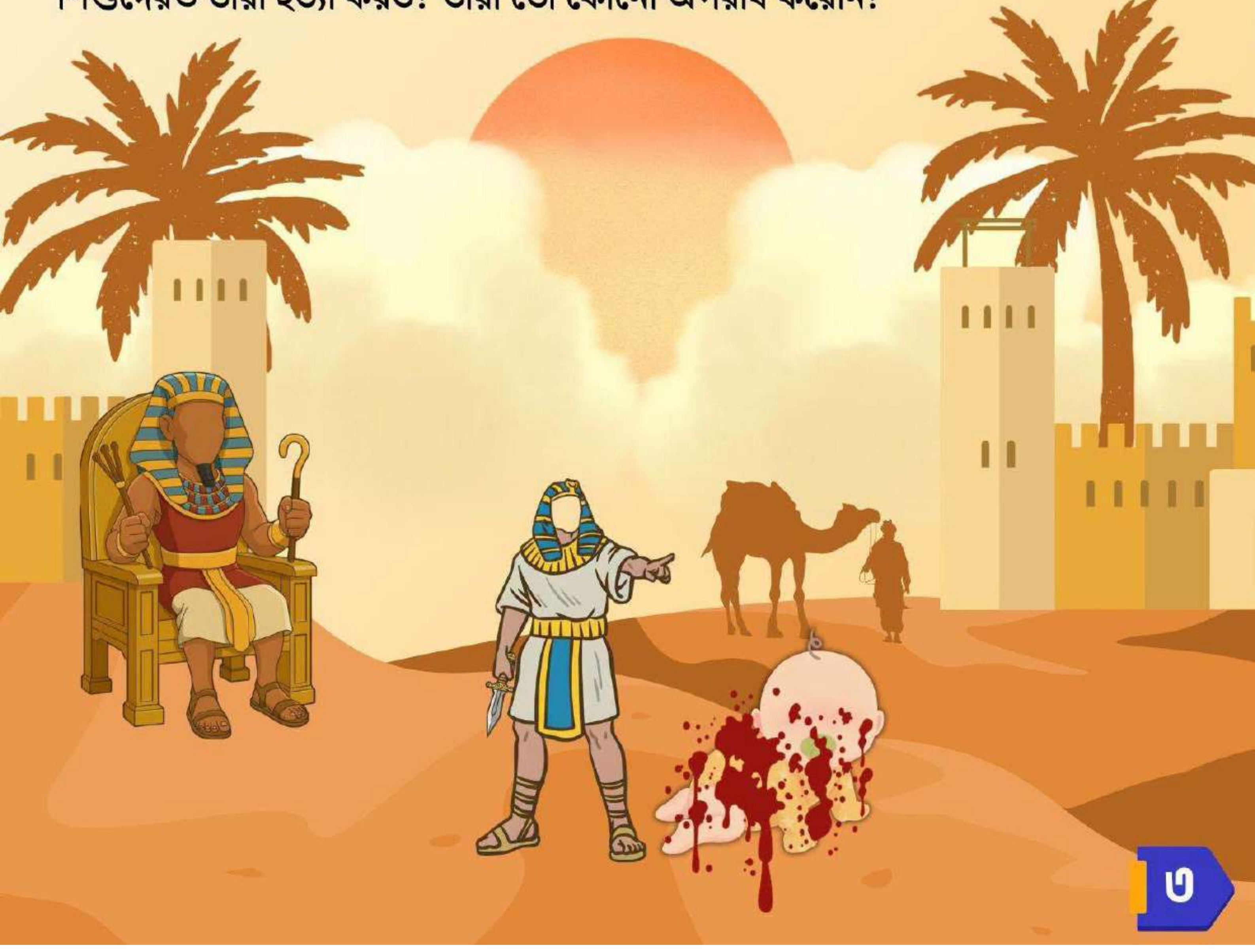

দাদাজান মিকদাদের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর চোখদুটি যেন ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায়ে ফিরে গেল। তিনি বললেন, হ্যাঁ মিকদাদ, জালিমদের কোনো দয়া-মায়া থাকে না। জ্যোতিষীরা ফেরাউনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈলের ঘরে এমন এক সন্তান জন্ম নিবে, যার হাতে তার রাজত্ব ধ্বংস হবে। ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে সেই অহংকারী রাজা আদেশ দিয়েছিল বনী ইসরাঈলের ঘরে যত ছেলে সন্তান জন্মাবে, সবাইকে যেন তরবারির আঘাতে শেষ করে দেওয়া হয়! কিন্তু মিকদাদ, জালিমরা যতই চক্রান্ত করুক, আল্লাহর পরিকল্পনাই যে চূড়ান্ত। সেই খুনি ফেরাউনের রাজপ্রাসাদেই আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.)-কে পরম যত্নে বড় করলেন।

ফেরাউনের সেই ভয়াবহ জুলুম আর অত্যাচার যখন আকাশচুম্বী হলো, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফায়সালা চলে এলো। আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁর মজলুম অনুসারীদের নিয়ে রাতের আঁধারে মিশর ত্যাগ করেন, যাতে তারা নিরাপদে অন্য কোথাও গিয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতে পারে।

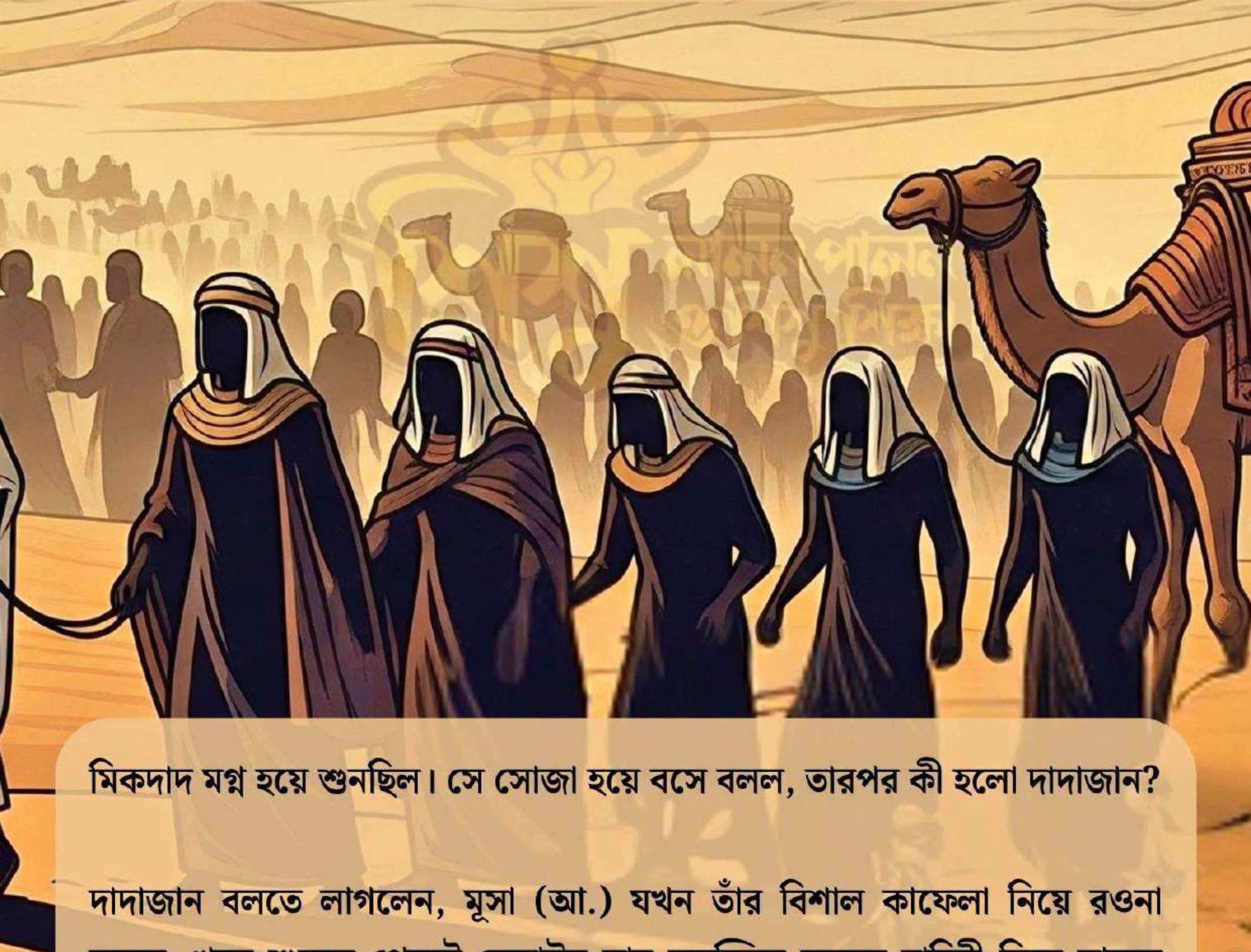

মিকদাদ মগ্ন হয়ে শুনছিল। সে সোজা হয়ে বসে বলল, তারপর কী হলো দাদাজান?

দাদাজান বলতে লাগলেন, মূসা (আ.) যখন তাঁর বিশাল কাফেলা নিয়ে রওনা হলেন, খবর শুনতে পেয়েই ফেরাউন তার সুসজ্জিত চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে তাদের পিছু নিল। ফেরাউনের ছিল অনেক শক্তিশালী ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র। তারা মুসা নবীর দলটিকে ধরার জন্য খুব দ্রুত এগিয়ে আসছিল।

হাঁটতে হাঁটতে একপর্যায়ে মুসা (আ.)-এর বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় এসে পৌঁছাল লোহিত সাগরের তীরে। সামনে উত্তাল তরঙ্গমালা আর পেছনে ধেয়ে আসা সাক্ষাৎ মৃত্যু! বনী ইসরাঈলের লোকেরা ভয়ে চিৎকার করে উঠল, হে মূসা! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম, এবার আমাদের ধ্বংস অনিবার্য!

দাদাজান একটু থামলেন। মিকদাদ যেন চোখের সামনে সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল।

দাদাজান বললেন, কিন্তু মিকদাদ, আল্লাহর প্রতি যাঁর অবিচল আস্থা থাকে, তিনি কখনো দমে যান না। মূসা (আ.) শান্ত কণ্ঠে বললেন, কখনোই নয়! নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার রব আছেন, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। ঠিক তখনই আল্লাহর ওহী এলো—তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করো। মূসা (আ.) লাঠি দিয়ে আঘাত করতেই এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল! বিশাল সমুদ্র চিরে বারোটি শুকনো রাস্তার সৃষ্টি হলো, আর দুপাশে পানির দেয়াল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গেল! মূসা (আ.) তাঁর দলবল নিয়ে নিরাপদে নদী পার হয়ে গেলেন।

মিকদাদ চোখ বড় বড় করে বলল, সাগর বারো ভাগ হয়ে গেল! তারপর ফেরাউনের কী হলো?

দাদাজান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অহংকারী ফেরাউন যখন দেখল সাগর মাঝখান থেকে ফেটে রাস্তা হয়ে গেছে, সেও তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেই পথে নেমে পড়ল। কিন্তু তারা মাঝপথে পৌঁছানোমাত্রই আল্লাহর হুকুমে জলরাশি আবার একাকার হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে অবাধ্য, জালিম ফেরাউন তার অহংকারসহ সাগরের অতল গভীরে ডুবে মরে গেল। মজলুমের বিজয় হলো, আর জালিমের পতন ঘটল। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা মুসা নবী আর তাঁর অনুসারীদের রক্ষা করলেন।

মিকদাদ খুশিতে লাফিয়ে উঠে বলল, আলহামদুলিল্লাহ! দারুণ এক সত্য ঘটনা! কিন্তু দাদাজান, এর সাথে আমাদের আশুরার কী সম্পর্ক?

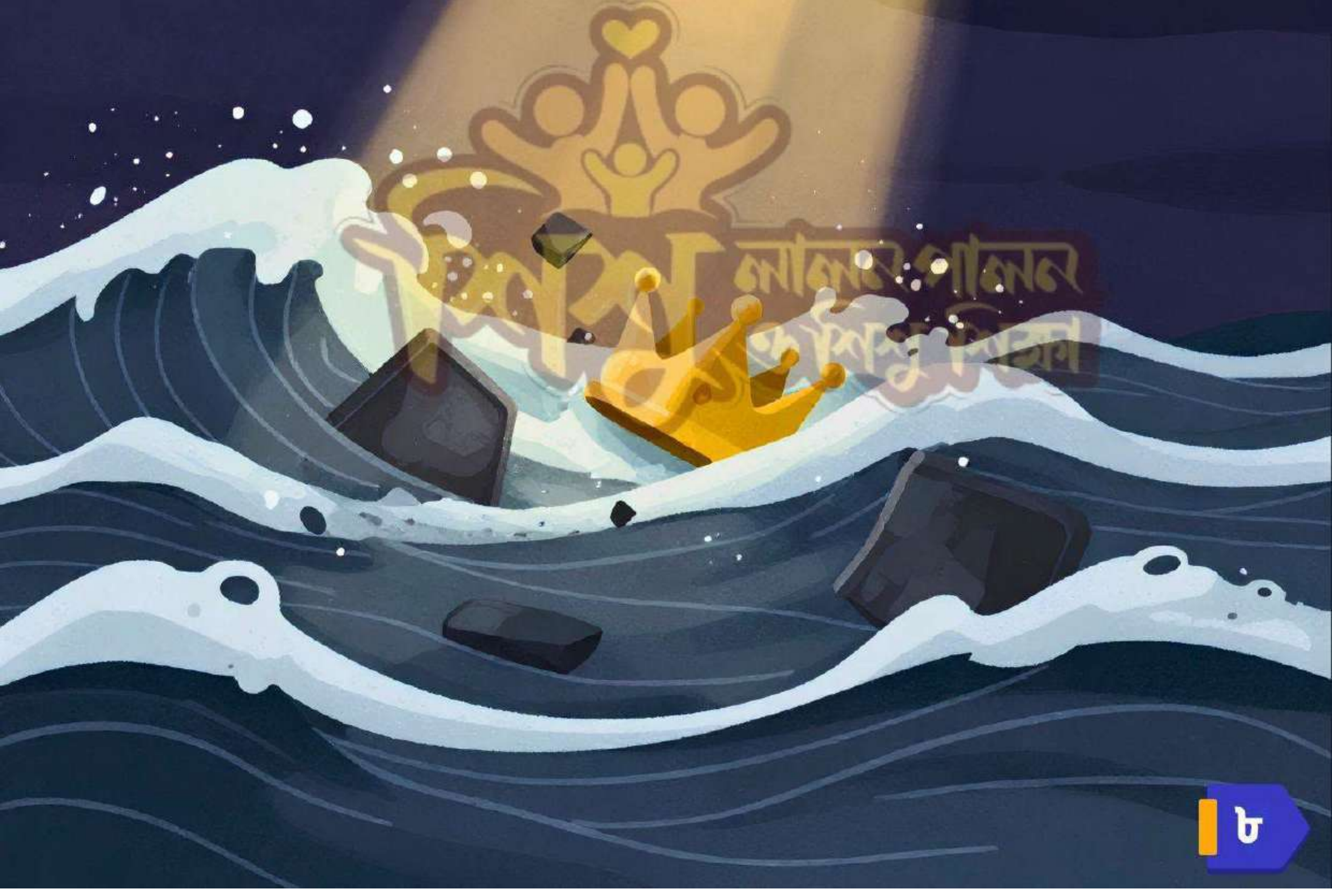

দাদাজান চশমাটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, গভীর সম্পর্ক দাদু। এই যে মহিমান্বিত বিজয়ের দিনটি, এটি ছিল মহররম মাসের ১০ তারিখ, যাকে আমরা আশুরা বলি। এই ঘটনার বহু বছর পর, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করলেন, তিনি দেখলেন সেখানকার ইহুদিরা এই ১০ই মহররমে রোজা রাখছে। নবীজি (ﷺ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এই দিনে রোজা রাখো কেন?

তারা জবাব দিল, এটি একটি মহান দিন। এই দিনে আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.) ও তাঁর কওমকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাই মূসা (আ.) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দিনে রোজা রেখেছিলেন, আমরাও তাঁর অনুসরণে রোজা রাখি।

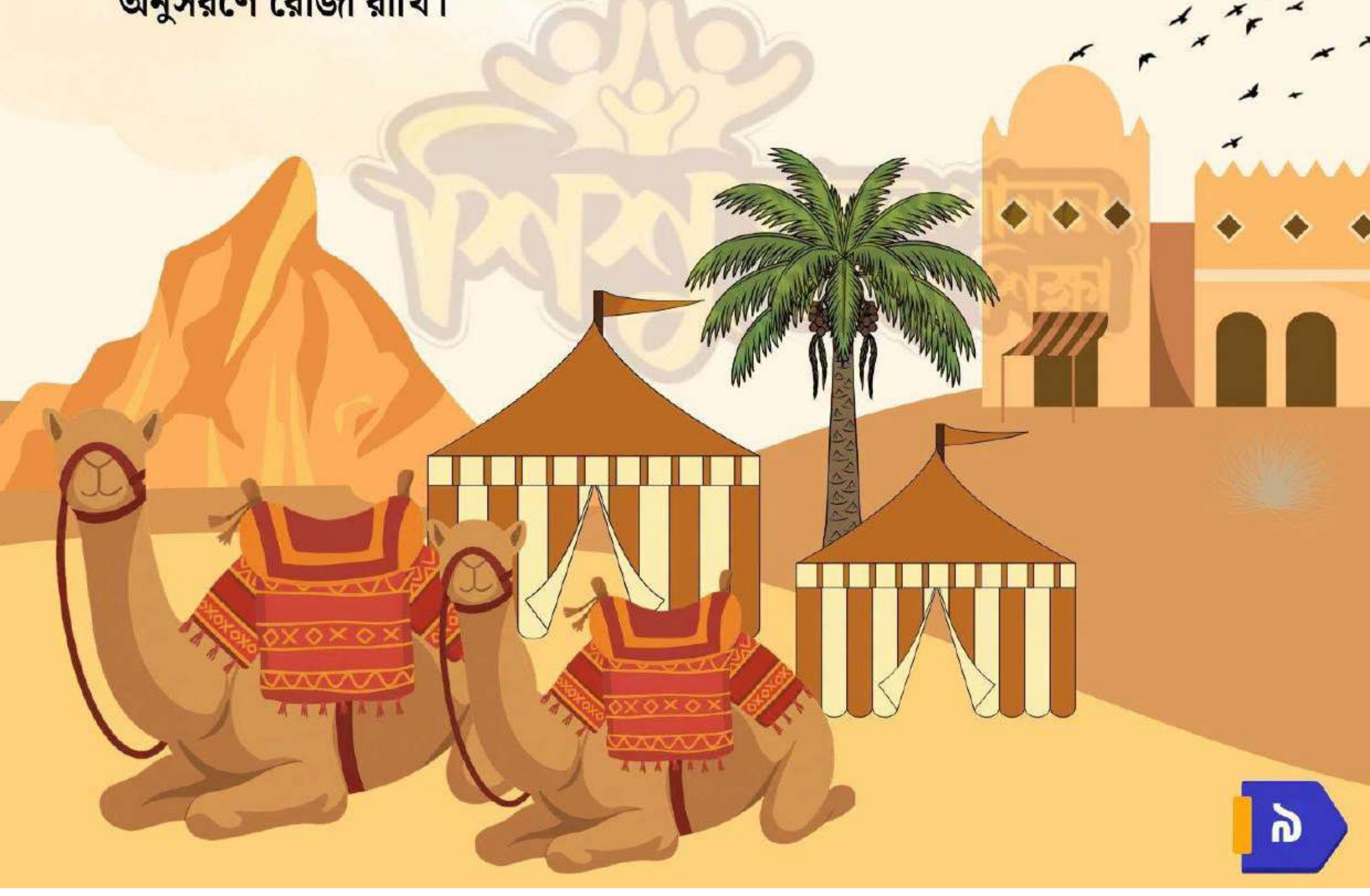

তখন আমাদের নবীজি (ﷺ) এক ঐতিহাসিক ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন, মূসা (আ.)-এর আদর্শের ওপর অধিকার তোমাদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি। অতঃপর নবীজি (ﷺ) উম্মতকেও এই দিনে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। তবে এর ভেতরেও একটা সূক্ষ্ম হিকমত রয়ে গেছে, মিকদাদ।

মিকদাদ জিজ্ঞেস করল, কী হিকমত, দাদু?

দাদাজান মুচকি হেসে বললেন, ইসলাম তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখে। নবীজি (ﷺ) চাইলেন না আমাদের ইবাদত হুবহু ইহুদিদের মতো হোক। তিনি এক্ষেত্রেও ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করেছেন। তাই তিনি বললেন, আগামী বছর আমি বেঁচে থাকলে (ইহুদিদের বিরোধিতা করে) ১০ তারিখের সাথে ৯ তারিখ মিলিয়ে দুটি রোজা রাখব। অর্থাৎ, সুন্নাত হলো মহররমের ৯ ও ১০ তারিখ, অথবা ১০ ও ১১ তারিখ রোজা রাখা।

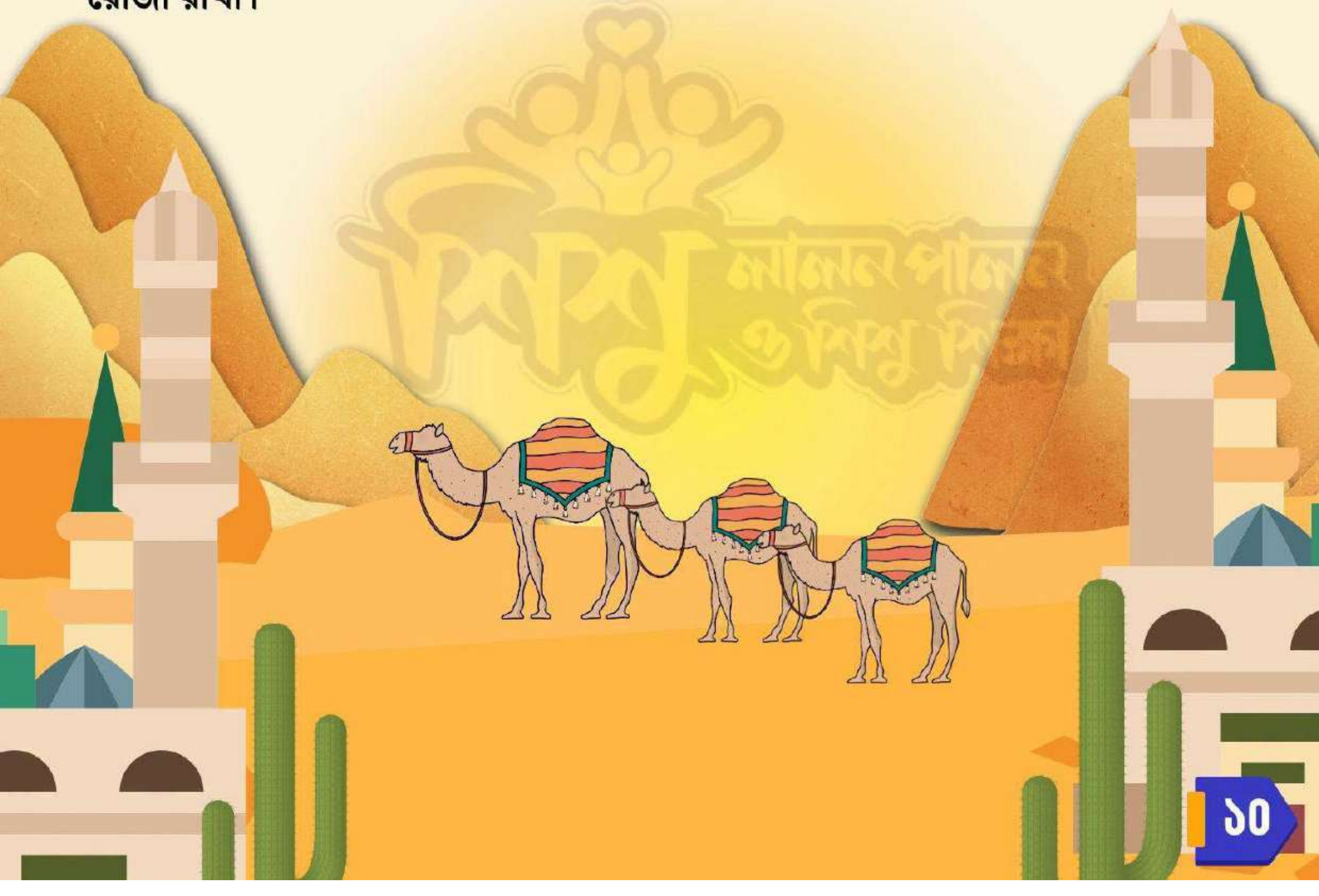

মিকদাদ এবার একটু চিন্তিত গলায় বলল, সবই তো বুঝলাম দাদাজান, কিন্তু ওই যে সাদিক বলল, এই দিনে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার এই দিনে কেয়ামত হবে—এগুলো কী?

দাদাজান এবার একটু কঠোর হয়ে বললেন, শোনো মিকদাদ, দ্বীনের ভেতরে মনগড়া কথা বা উপকথা প্রবেশ করানো এক মারাত্মক অপরাধ। এই যে সৃষ্টিজগৎ তৈরি, আরশ-কুরসি সৃষ্টি কিংবা এই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি, এসবের কোনো ভিত্তি নেই। এগুলো একশ্রেণির গল্পকারদের বানানো জাল ও ভিত্তিহীন কথা। ইসলামে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বা দ্বীনের নামে কোনো কথা বানিয়ে বলা সম্পূর্ণ হারাম।

মিকদাদ অবাক হয়ে বলল, কিন্তু কেন তারা কেন মিথ্যা বলে, দাদা?

দাদাজান বললেন, কারণ তারা সত্যিকারের ইসলাম সম্পর্কে জানে না। তারা ভাবে যে যত বেশি গল্প বানাবে, আশুরার দিনটা তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু সত্য হলো, আশুরার দিনের যে গুরুত্ব আছে, সেটাই যথেষ্ট।

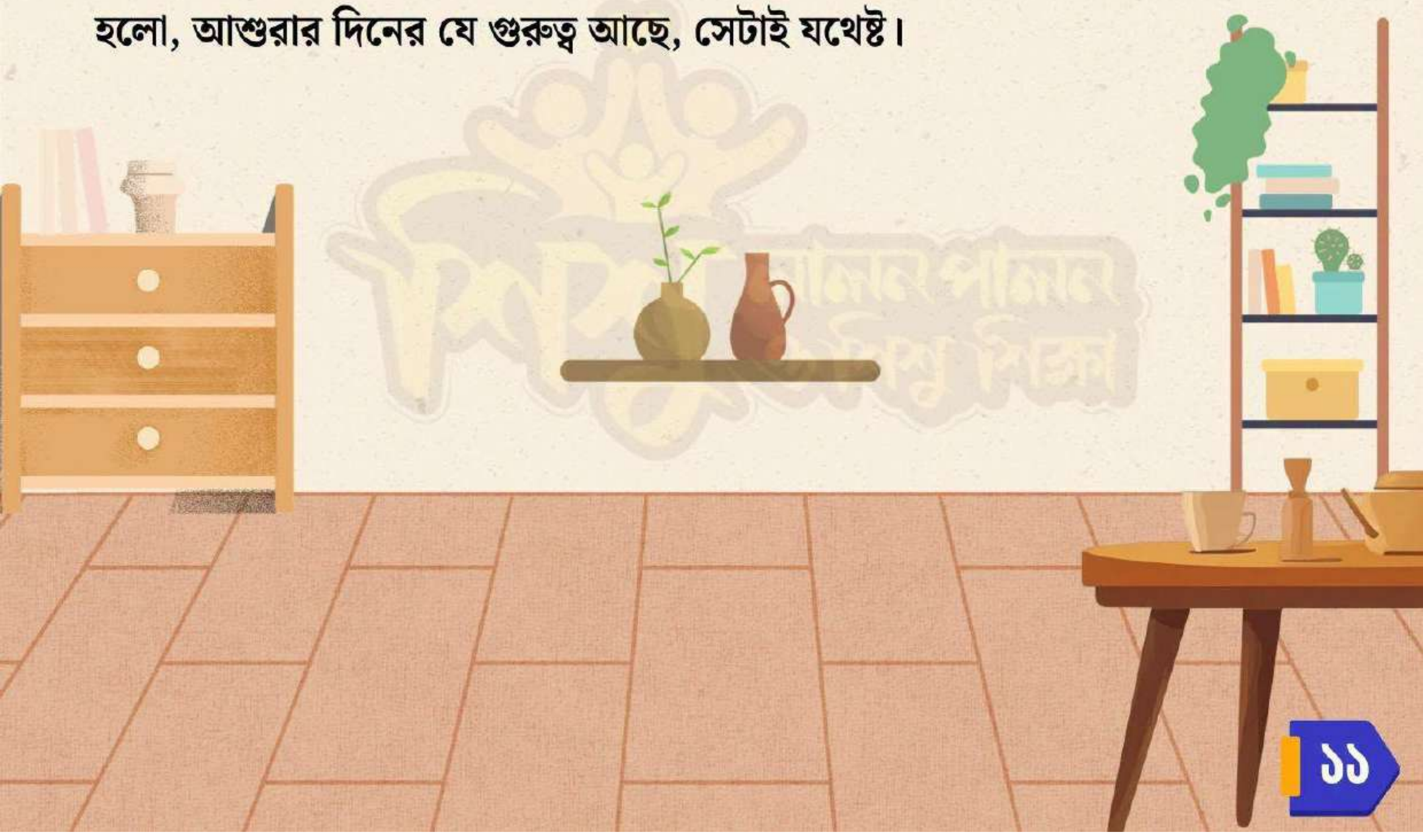

মিকদাদ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ তার মনে আরেকটা প্রশ্ন জেগে উঠল। সে বলে উঠল, আর দাদাজান, কারবালার কথা? রিফাত যে বলল, এই ১০ই মহররমের দিনেই নাকি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছেন?

দাদাজানের মুখাবয়ব কিছুটা গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি আলতো করে মিকদাদের হাতটি ধরে বললেন, হ্যাঁ মিকদাদ, এটা মূলত ইসলামের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক রাজনৈতিক ট্র্যাজেডির সাথে যুক্ত। আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ)-এর ইন্তেকালের বহু বছর পর, এই ১০ই মহররমে ইরাকের কারবালা প্রান্তরে তাঁর প্রিয় নাতি হুসাইন (রা.) সপরিবারে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন।

এটি নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক পরম শোকাবহ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা। আমরা আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর কলিজার টুকরো হুসাইন (রা.)-এর সুউচ্চ মর্যাদা অন্তরে স্বীকার করি, তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে রহমতের দো'আ করি। কিন্তু মিকদাদ, একটি সূক্ষ্ম বিষয় মনে রাখতে হবে, আশুরার রোজা বা এর মহিমান্বিত মর্যাদা কিন্তু হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের কারণে তৈরি হয়নি। আমাদের নবীজি (ﷺ) এই রোজা রাখার নির্দেশ হুসাইন (রা.)-এর জন্মের বহু বছর আগে থেকেই দিয়ে গেছেন।

মিকদাদ চিন্তিত মুখে বলল, তাহলে কারবালা সম্পর্কে আমাদের কেমন ধারণা রাখা উচিত, দাদাজান?

দাদাজান মিকদাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি খুবই চমৎকার ও সময়োপযোগী প্রশ্ন করেছ, দাদু। আমাদের দায়িত্ব হলো সব সময় হুসাইন (রা.) এবং কারবালার সকল শহীদানদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত ও উচ্চ মাকামের দু'আ করা, তাঁদের ত্যাগ থেকে শিক্ষা নেওয়া। কিন্তু এই দিনে বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করা, মাতম করে নিজেকে রক্তাক্ত করা, শোকের কালো পোশাক পরা কিংবা রাস্তায় তাজিয়া মিছিল বের করা, এসবের সাথে ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) শোকাচ্ছন্ন হয়ে জাহেলিয়াতের মতো এমন আচরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

মিকদাদ কৌতূহল সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, তাহলে এই মাতম আর কান্নাকাটির নিয়মগুলো আমাদের দ্বীনে কীভাবে প্রবেশ করল, দাদু?

দাদাজান মিকদাদের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, এটি আরও গভীর ও চমৎকার একটি প্রশ্ন, দাদু। ইসলামের এই সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ অবয়বকে নষ্ট করার জন্য যুগে যুগে চক্রান্ত হয়েছে। মূলত ইসলামের শত্রু ইয়াহুদী-নাসারা এবং পথভ্রষ্ট কিছু শিয়া গোষ্ঠী ইসলামের নাম দিয়ে, অতিভক্তির মুখোশের আড়ালে সাধারণ মুসলিমদের ধোঁকা দিয়েছে। তারা রাজনৈতিক ক্ষোভ আর মনগড়া আচার-অনুষ্ঠানকে ধর্মের অংশ বানিয়ে ফেলেছে, যা সাধারণ মানুষ সত্য মনে করে আঁকড়ে ধরেছে।

মিকদাদ গম্ভীর কণ্ঠে মাথা নাড়ল, হুম, এবার বুঝতে পেরেছি। এগুলো আসলে সঠিক দ্বীনি জ্ঞানের অভাব আর ইয়াহুদী-নাসারা ও শিয়াদের চক্রান্তের ফসল। আচ্ছা দাদাজান, সিফাত যে বলল, এই দিনে ভালো-মন্দ মিষ্টি বা পায়েস খেতে হয়, সেটা কতটা সত্যি?

দাদাজান মৃদু হেসে বললেন, ওটিও সম্পূর্ণ ভুল কথা, মিকদাদ। আশুরার দিনে কোনো বিশেষ ধরনের খাবার, মিষ্টি বা খিচুড়ি খাওয়ার কোনো শরিয়তি নিয়ম নেই। কিছু মানুষ নিজেদের তৈরি করা প্রথাকে আশুরার বিশেষ খাবার বলে চালিয়ে দেয়, যার কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই।

মিকদাদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমরা আশুরার দিনে কী খাব, দাদাজান?

দাদাজান হেসে বললেন, কেন, অন্য দিনগুলোতে আমরা ঘরে যা খাই, তা-ই খাব! আর যারা রোজা রাখবেন, তারা সাহরিতে সাধারণ ভাত-তরকারি খাবেন এবং ইফতারে খেজুর-পানি বা যেকোনো হালাল ও পুষ্টিকর খাবার খাবেন। ব্যস, এটুকুই! দ্বীনকে কঠিন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

মিকদাদ উৎসাহ নিয়ে আবার বলল, আর দাদাজান, আসার পথে স্কুলের দপ্তরি দাদু বললেন, এই দিনে নাকি বিশেষ নিয়মে কিছু সলাত পড়তে হয়?

দাদাজান চশমাটা নাক থেকে নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন। অত্যন্ত স্পষ্ট স্বরে বললেন, সেটিও ভুল ধারণা, মিকদাদ। আশুরার দিনে আলাদা কোনো বিশেষ নিয়মের সলাত নেই। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত যে ফরজ সলাত সবসময় পড়ি, সেটাই অত্যন্ত মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে আদায় করব। দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু বানিয়ে যুক্ত করাই হলো বিদআত, যা বর্জনীয়।

মিকদাদ এবার দুই হাত প্রসারিত করে বলল, তাহলে দাদাজান, আমরা আশুরার দিনে আসলে কী করব? সহজ করে একটু বুঝিয়ে দিন না!

দাদাজান মিকদাদের আগ্রহ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, একদম সহজ, শোনো। আশুরার দিনটিকে আমরা পাঁচটি সহজ আমল দিয়ে সাজাতে পারি:

- এক: আশুরার দিনে রোজা রাখা, যা এই দিনের মূল আমল।
- দুই: ইহুদিদের বিরোধিতার জন্য নবম দিনেও (৯ই মহররম) একটি অতিরিক্ত রোজা রাখা। নবীজি (ﷺ) বলেছিলেন, আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তবে নবম দিনেও রোজা রাখব।
- তিন: এই দিনে মূসা (আ.)-এর জীবনের সেই ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঈমানদীপ্ত ইতিহাস পড়া বা শ্রবণ করা।
- চার: হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যে, তিনি জালিমের হাত থেকে সত্যের সৈনিকদের রক্ষা করেছিলেন।
- পাঁচ: হুসাইন (রা.)-এর মর্যাদার কথা স্মরণ করা এবং কারবালার প্রকৃত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া।

মিকদাদ হেসে বলল, আচ্ছা দাদাজান, এই যে আমরা রোজা রাখব, এই রোজা রাখলে কী লাভ হয়?

দাদাজান মুচকি হেসে বললেন, এই সওয়াবের কথা শুনলে তো তোমার মন খুশিতে ভরে যাবে, দাদু! আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন, আমি আশা করি, আশুরার রোজা বান্দার পূর্ববর্তী (গত হয়ে যাওয়া) এক বছরের ছোট ছোট গুনাহের কাফফারা বা ক্ষমা হিসেবে কবুল হবে। (সহিহ মুসলিম : ১/৩৬৭)

মিকদাদের চোখ দুটি বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল, সত্যি, দাদাজান? মাত্র দুটি রোজার বিনিময়ে পুরো এক বছরের গুনাহ মাফ?

দাদাজান পরম তৃপ্তিতে বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই! আল্লাহর দয়া আর রহমত কত বিশাল, ভাবো একবার! মাত্র সামান্য একটু কষ্টের বিনিময়ে তিনি আমাদের এক বছরের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিতে চান। এটা কি দারুণ আনন্দের বিষয় নয়?

মিকদাদ সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, সুবহানাল্লাহ! এটা তো খুবই সহজ আর আনন্দের কাজ! আমি তো ভাবছিলাম না জানি কত কঠিন কিছু করতে হবে। দাদাজান, এখন আমার কাছে পুরো বিষয়টা পরিষ্কার। আশুরার দিনটা আসলে কান্নাকাটি বা কোনো উৎসবের দিন নয়, এটা হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। কারণ আল্লাহ এই দিনে মূসা (আ.)-কে সাহায্য করেছিলেন, আর আমরা সেই আনন্দের শুকরিয়াস্বরূপ রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণে আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্যে রোজা রাখি।

দাদাজান মিকদাদকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বারাকাল্লাহু লাক! তুমি একদম সঠিক ও খাঁটি বিষয়টি বুঝতে পেরেছ, দাদু।

মিকদাদ হুট করে একটু গম্ভীর হয়ে বলল, কিন্তু দাদাজান, এখন আমি কী করব? আমার বন্ধুরা তো স্কুলে এখনো সেই ভুল কথাগুলোই বিশ্বাস করে বসে আছে!

দাদাজান মিকদাদের দুই হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন, তুমি এখন সত্যের একনিষ্ঠ সৈনিক, মিকদাদ। তোমার দায়িত্ব হলো বন্ধুদের কাছে এই সুন্দর ও সঠিক তথ্যটি পৌঁছে দেওয়া। তবে শায়খ ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)-এর একটি কথা মনে রাখবে, জ্ঞান এবং নম্রতা হলো সত্য প্রচারের মূল চাবিকাঠি। তাই বন্ধুদের বলার সময় চারটি নিয়ম মেনে চলবে:

- প্রথমত: অত্যন্ত ভদ্র ও নম্রভাবে বলবে, কখনো রাগারাগি বা উচ্চবাচ্য করবে না।
- দ্বিতীয়ত: প্রমাণ ও দলিল দিয়ে কথা বলবে, শুধু আমি বলছি বা আমার মনে হয় বললে চলবে না।
- তৃতীয়ত: তাদের সাথে কোনো ধরনের তর্কে জড়াবে না। যদি তারা সত্য সহজে মানতে না চায়, তবে তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে গোপনে দো'আ করবে।
- চতুর্থত: নিজে সবসময় সত্যের ওপর অবিচল থাকবে এবং সঠিক উৎস থেকে ইলম অর্জন করবে।

মিকদাদ উজ্জীবিত কণ্ঠে বলল, দাদাজান, আমি একটা দারুণ পরিকল্পনা করেছি! কাল স্কুলে গিয়েই আমি বন্ধুদের প্রথমে খুব সুন্দর করে মূসা (আ.)-এর সমুদ্র পার হওয়ার সত্য গল্পটা শোনাব। তারপর বুঝিয়ে বলব আশুরার আসল তাৎপর্য কী। আর আমি নিজে আগামী ৯ ও ১০ই মহররম রোজা রাখব ইনশাআল্লাহ, বন্ধুদেরও বলব যেন তারাও রাখে!

দাদাজান পরম সুখে হাসলেন, চমৎকার পরিকল্পনা, মিকদাদ! আল্লাহ তাআলা তোমাকে দ্বীনের আলোয় উদ্ভাসিত রাখুন, মিকদাদ। আর মনে রেখো, যখনই জীবনের কোনো বাঁকে দ্বীনের কোনো বিষয়ে সন্দেহ জাগবে, সোজা আমার কাছে চলে আসবে। আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোতে তা সমাধান করব, ইনশাআল্লাহ।

ছোট্ট সোনামণিরা, এই মজার বইটি পড়ে তোমরা জানতে পারবে:

- আশুরার মূল শিক্ষা হলো আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। জালিম ফেরাউনের হাত থেকে মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের অলৌকিক মুক্তির দিন হিসেবে এই দিনে রোজা রাখা আমাদের উম্মাহর জন্য এক মহান সুন্নাহ।
- ইসলাম মুসলিমদের নিজস্ব স্বকীয়তা শেখায়। ইহুদিদের ধর্মীয় রীতির সাথে হুবহু মিল না রেখে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী মহররমের ৯ ও ১০ তারিখ (অথবা ১০ ও ১১ তারিখ) মিলিয়ে দুটি রোজা রাখা উত্তম।
- দ্বীনের নামে কোনো কথা বানিয়ে বলা বা অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে মিথা গল্প ছড়ানো সম্পূর্ণ হারাম। ইসলাম কেবল নিখাদ সত্য ও দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত মুসলিম ইতিহাসের এক চরম বেদনাদায়ক ট্র্যাজেডি। তবে ইসলামে কোনো মানুষের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ এবং প্রতি বছর দিনটি এলে নতুন করে বুক চাপড়ানো, মাতম করা বা শরীর রক্তাক্ত করার কোনো স্থান নেই।
- নম্রতার সাথে সত্যের দাওয়াত: সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করতে হলে নিজে সঠিক উৎস থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং বন্ধুদের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতে হবে অত্যন্ত নম্রতা, ভদ্রতা ও দলিলের মাধ্যমে—কোনো রকম ঝগড়া বা জোর জবরদস্তি ছাড়া।

লেখক পরিচিতি

জাহিদ হাসান।

শিক্ষকতা পেশার পাশাপাশি তিনি একজন শিশু ও প্যারেন্টিং অ্যাক্টিভিস্ট। তিনি প্রতিটি শিশুকে সঠিক তারবিয়াহ দিয়ে একজন আদর্শ মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। প্যারেন্টিং বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছেন। অনলাইন ও অফলাইনে শিশু শিক্ষা ও শিশু তারবিয়াহ নিয়ে একাধিক কোর্স পরিচালনা করেন।

আশুরা

প্রকাশনায়

শিশু লালন-পালন ও শিশু শিক্ষা